দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 06 JUN 1998 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

সংবাদ ভাষ্য

ঘোষণা দিয়ে নকল ॥ একটি বোধহীন প্রজন্ম সৃষ্টি হতে যাচ্ছে কি?

মুনতাসীর মামুন

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিন থেকেই বস্তুত বিশেষ ঘোষণা দিয়েই যেন নকল শুরু হয়েছে। কিছু নকলবাজ বহিষ্কৃত হয়েছে, তবে তুলনামূলকভাবে সে সংখ্যা কম। নকল প্রতিরোধ করতে গিয়ে পরিদর্শক ও প্রশাসনকে বিক্ষোভের সম্মুখীন হতে

(১১ পৃষ্ঠা ৬-এর কঃ দেখুন)

(প্রথম পাতার পর) ঘোষণা দিয়ে নকল

হয়েছে, সংঘর্ষও বাদ যায়নি। সংবাদপত্রে গত কয়েক দিন এ নিয়ে বিস্তারিত লেখা হচ্ছে। আমি নিজে গত এক সপ্তাহে চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ ঘুরে কম-বেশি একই চিত্র দেখেছি এবং শুনেছি। একজন শিক্ষক হিসাবে এবং বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসাবে মাথা হেঁট হয়ে গেছে। দেশের বাইরেও আমাদের আর মাথা উঁচু করে চলার কোন কারণ নেই। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি চুক্তি, পানি চুক্তির অর্জন নষ্ট হওয়ার পথে। জানি না এ বিষয়টি আমরা তেমনভাবে চিন্তা করছি কি না? বা রাষ্ট্রের কর্ণধাররা? এ পরিপ্রেক্ষিতে বোর্ড ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বক্তব্যের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কেন যেন তারাও নিশ্চুপ।

সংবাদপত্রের খবর অনুসারে এবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় 'নকলের মহোৎসব', চলছে। "কোথাও কোথাও স্বয়ং পিতা-মাতা অথবা ভাই-বোন নকল সরবরাহের কাজে নামিয়া পড়িয়াছেন। কোথাও আবার মামা-চাচা, দুলাভাই অথবা শহরবাসী কোন আত্মীয়স্বজন দক্ষ নকল সরবরাহকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। পরীক্ষার হলে অনেকেই পাতা দেখিয়া খাতায় লিখিতেছে। পুলিশ, শিক্ষক-কর্মকর্তা-স্থানীয় প্রশাসন নির্বিকার। অবস্থা দেখিয়া মনে হইতেছিল নকল করাই যেন স্বাভাবিক ব্যাপার।" [ইত্তেফাক, ৩১.৫]

নেত্রকোনার পূর্বধলা থানার হাফেজ জিয়াউর রহমান ডিগ্রী কলেজে নকল ছাড়াও কলেজের একটি কক্ষেই বসে থাকতে দেখা গেছে ছাত্রলীগ, ছাত্রদল ও আওয়ামী লীগ নেতাকে [ভোরের কাগজ ১. ৬]। এ রকম ঘটনা সারা বাংলাদেশেই কম-বেশি ঘটছে।

নকল সব সময়ই কিছু না কিছু হয়েছে। কিন্তু কখনই তা স্বাভাবিক মনে হয়নি বা মনে করা হয়নি। স্বাধীনতার পূর্বে কখনও শুনিনি নকল ঠেকানোর জন্য ১৪৪ ধারা জারি, পুলিশ বাহিনী মোতায়েনের কথা। স্বাধীনতার পর থেকে নকলের প্রবণতা বাড়তে থাকে এবং এখন সমাজের প্রতিটি অংশই এতে যুক্ত হয়েছে। ব্যতিক্রম যে কিছু নেই তা নয় এবং তা খুবই নগণ্য। কিন্তু চিন্তা এদের নিয়ে। এরা কি পূর্বের মানসিক স্থৈর্য নিয়ে পরীক্ষা দিতে পারবে? এদের তুলনায় নকলবাজরা ফল ভাল করলে এদের কি হবে? সৎ কাজের জন্য কি সব সময়ই সবাইকে এ সমাজে দণ্ড দিতে হবে?

সিরাজগঞ্জে উচ্চপদস্থ এক কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'পরীক্ষা পরিদর্শনে যাবেন না?' ক্ষোভ ও হতাশার সুরে বললেন, গিয়ে অজু নষ্ট ছাড়া আর কি লাভ হবে? চাঁদপুরে শুনলাম, প্রশাসন এক কলেজের শিক্ষককে অন্য কলেজে পরিদর্শক করেছে। তাতে নকলের মাত্রা কমেছে। কিন্তু আবার চট্টগ্রামে শুনলাম, পরিচিত এক কলেজে অন্য কলেজের এক পরিদর্শক দেয়া হয়েছে, যিনি মহিলা। হলজুড়ে নকল চলছে। পরিদর্শকরা মুখ ঘুরিয়ে আছেন। মহিলা প্রায় মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।

সমাজে আজ এ অবস্থা হলো কেন? এর উত্তর আমাদের রাজনীতির মধ্যেই নিহিত। গত ২৫ বছর যাঁরা সমাজ, রাষ্ট্রের জন্য কোন না কোনভাবে কিছু করেছেন বা ত্যাগ স্বীকার করেছেন তাঁরা প্রায় সবাই রাস্তায় থেকেছেন, বঞ্চিত হয়েছেন, কোন কোন ক্ষেত্রে নিগৃহীতও। এ অবস্থা এখনও অব্যাহত। যারা স্বাধীনতার বিপক্ষে লড়েছে, হত্যা করেছে, সন্ত্রাসের সঙ্গে যুক্ত থেকেছে, ব্যাংক লুট করেছে তাদের কি হয়েছে? প্রায় ক্ষেত্রেই তাদের পুরস্কৃত করা হয়েছে রাষ্ট্রের তরফ থেকে, সমাজে মর্যাদা দেয়া হয়েছে, এখনও সে ধারা কম-বেশি অব্যাহত। তাদের কথা ছেড়ে দিই, গত কয়েক বছরে বোর্ড ও টেক্সট বুক বোর্ড সংক্রান্ত যেসব দুর্নীতির খবর প্রকাশ পেয়েছে সে ক্ষেত্রে কি কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে? তাহলে যদি এ মনোভাব জাগে, সার্টিফিকেট আমাকে যে কোন উপায়ে নিতে হবে। কারণ তাতে কোন ব্যবস্থাই নেয়া হবে না। তাহলে কি খুব একটা ভুল বলা হবে?

এ জন্য শিক্ষক, অভিভাবক হিসাবে আমরাও দায়ী— পত্রিকার রিপোর্টই তা তুলে ধরেছে শুনেছি। মফস্বলে রাজনৈতিক নেতারা দলের খাতিরে নকল প্রশ্রয় দিচ্ছেন। ওপরের একটি বিবরণ তার উদাহরণ। সেখানে কেউ লং